ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করে প্রণোদনা পেলো গ্রাহক

বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করায় ঝিনাইদহে সেই বিএম অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযোগ করায় ভুক্তভোগী গ্রাহক জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা প্রণোদনা পেয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এ জরিমানা করেন, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের।

জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম লিটার প্রতি ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকরের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করে সদর উপজেলার বিশমাইল এলাকার বিএম অটোগ্যাস স্টেশন।

এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল সোহাগ নামের এক গ্রাহক জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সেই অভিযোগের শুনানি করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বিএম অটোগ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার নাসির উদ্দিনের বক্তব্য নেওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় বিএম অটোগ্যাস স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ ১২৫০ টাকা দেওয়া হয় গ্রাহককে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি সোহাগ বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার টাকার গ্যাসে ৪৫০ টাকা বেশি নিয়েছিল। সেই প্রমাণ থাকায় আমি অভিযোগ করে পুরস্কার হিসেবে ১২৫০ টাকা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, অনিয়ম করায় বিএম অটোগ্যাসের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কাজ তারা না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

ঝিনাইদহে জামায়াতের কার্যালয় থেকে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার

ঝিনাইদহের এক ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয় থেকে মজুদ রাখা সরকারি

প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার করেছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা।

গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে সুরাট ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ।

জানাগেছে, গত ১৬ অক্টোবর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রায় ৫হাজার কৃষকের মধ্যে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ বিতরণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সার-বীজ না পাওয়া কৃষকরা জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে সার-বীজের মজুদের খবর পেয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে অভিযান চালায় কৃষি বিভাগ।

স্থানীয় কৃষক নাসির মন্ডল বলেন, উপজেলা থেকে কৃষকদের জন্য বিতরণকৃত প্রণোদনার সার-বীজ ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে মজুদ করে রাখা হয়। সরকারি তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা সার পাচ্ছে না। এই কার্যালয়ে আরও অনেক সার-বীজ মজুদ ছিল। জামায়াতের নেতারা তাদের পছন্দমতো লোকদের মধ্যে এসব সার বিতরণ করছে কয়েকদিন ধরে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর ই নবী বলেন, শুক্রবার রাতে সংবাদ পেয়ে সুরাট ইউনিয়নের সুরাট বাজারে ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয় থেকে ৫০০ কেজি ডিওপি, ৫০০ কেজি এমওপি, ৮ কেজি সরিষার বীজ ও ১৯ কেজি মসুরের বীজ জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে তালিকায় স্বাক্ষর করে সার-বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে কিভাবে প্রায় ৩০ জন কৃষকের সার-বীজ মজুদ রয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। তার পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর ইকবাল হোসেন বলেন, কৃষকরা এখানে তাদের ভাগের সার-বীজ রেখে গেছে। পরে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।এবিষয়ে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির আলী আজম মোঃ আবু বকর বলেন, কৃষকদের বরাদ্ধ পাওয়া সার ও বীজ একসাথে পাওয়ার কারণে সবাই মিলে নিয়ে এসে জামায়াত অফিসে রেখেছে বন্টন করে নেওয়ার জন্য। এই অভিযান উদ্দেশ্যমূলক এবং অভিযোগ ভিত্তিহিন।

মুজিবনগরে কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রোপা আমন, শাকসবজি, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ক্ষতিগ্রস্ত কলা, এয়ার ফ্লো মেশিন ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ বীজ (কন্দ) কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন এর সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা তারিক আজিজ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপজেলার ১১শত ৩০ জন প্রান্তিক কৃষক কে ৫ কেজি ধান বীজ, ডিএপি ১০ কেজি এবং ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি প্রণোদনার আওতায় পেঁয়াজ এর উৎপাদন বাড়াতে এবং পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য ৩ হাজার প্রান্তিক চাষীকে ১ কেজি করে পেয়াজ বীজ, ডিএপি সার ২০ কেজি, এমওপি সার ২০ কেজি এবং ১ কেজি বালাইনাশক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য ৩০ জন চাষীকে এয়ার ফ্লো মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

দেশীয়ভাবে পেঁয়াজের বীজ (কন্দ) উৎপাদনের জন্য কৃষি প্রণোদনার আওতায় ৫০ জন পেঁয়াজ বীজ চাষীকে ১৬০ কেজি করে বীজ পেঁয়াজ, ২০ কেজি ডিএপি, ২০ কেজি এমওপি সার এবং ১ কেজি বালাইনাশক প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া উপজেলায় শাকসবজির উৎপাদন বাড়াতে ২শত ২৫গ্রাম করে ৫ রকমের

শাক সবজির বীজ, ৫ কেজি ডিএপি এবং ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১হাজার কলা চাষীদের মাঝে ১০ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি, ১ কেজি দস্তা, ১ কেজি বোরণ এবং ২ কেজি কীটনাশক বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ, সার ও গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ, রাসায়নিক সার এবং চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিব উদ্দিন এবং উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাকারিয়া পারভেজ প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি অফিস থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলায় মোট ১ হাজার ৬৮০ জনকে ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে ডিএফপি সার, ১০ কেজি করে এম ও পি সার, ১ হাজার ৫০ টি নারকেলের চারা, ২৫০ জনকে আমের চারা, ২ হাজার ৫শ জনকে নিম, বেল, জাম, কাঁঠালের চারা, ১ হাজার কলাচাষীর মধ্যে ১০ কেজি ইউরিয়া সার, ২০ কেজি করে ডিএপি, ১০ কেজি

করে এম ও পি, ১০ কেজি জিং সালফেট, ১ কেজি করে, ১ কেজি করে বোরন সার, ১২ কেজি বালাই নাশক এবং ৫শ জনকে সারসহ তালের চারা বিতরন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।